6

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

সিলেট ক্যাডেট কলেজের ঘটনা

নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। সিলেট ক্যাডেট কলেজ ত্যাগকারী এইচএসসি পরীক্ষার্থী ৪০ জন ছাত্র এক যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে তাহার

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সিলেট ক্যাডেট কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কলেজের প্রিন্সিপাল যখন তখন কিল-ঘুষি-চপেটাঘাতসহ এমনভাবে নির্যাতন চালান যাহাতে পড়াশুনা দূরের কথা, নিছক জীবনযাপন করাও দুঃসাধ্য। এদিকে অভিভাবকদের পক্ষ হইতে গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে কি পরিস্থিতিতে তাঁহাদের তসন্তানেরা বিনা অনুমতিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করিয়া দেখার আহ্বান জানাইয়াছেন। অভিভাবকরা নিজেরাও এই ঘটনায় বিস্মিত এবং মর্মাহত। অভিভাবকরা মেধাবী এসব ছাত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অচিরেই যেন ছেলেরা কলেজে ফিরিয়া যাইয়া স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারে সেজন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ক্যাডেট কলেজ সমূহের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সেনা বাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল আমিন আহমদ চৌধুরীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, অভিযোগ সমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ৩০শে এপ্রিল অভিভাবক দিবস পালিত হইয়াছে; তখন কেউ অভিযোগ করেন নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হইতেছে। কলেজে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। তবে পরীক্ষা দিতে পারিবে। তিনি বলেন, আমরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না।

৪০ জন ছাত্র যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছে, কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল আসার পর হইতে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ক্ষমতার দাপটের সংগে সংগে নিপীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। এমনকি ঘুমন্ত ক্যাডেটকেও মারধোর করা হয়। ডাইনিং হলে যখন তখন যাহা ইচ্ছা তাহা বলা, অভিভাবকদের পদবী ও পেশা সম্পর্কে কটুক্তি করা, পরীক্ষার সময়ও খেলাধুলার অনুশীলন করাইতে তিনি বেশী পছন্দ করেন বলিয়া ছাত্রদের অভিযোগ।

এইদিকে অভিভাবকদের পক্ষ হইতে ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত প্রিন্সিপালের বক্তব্য সম্পর্কে এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে প্রিন্সিপাল নিজেকে আড়াল করার জন্য অসত্য বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে বিভ্রান্ত এবং ঘটনা অন্যখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা অধ্যাকের প্রভাব মুক্ত তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া সুষ্ঠু তদন্তের আবেদন জানাইয়াছেন।